সংবাদ

তারিখ ... 26 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ৭ ...

কুয়াকাটার মিশ্রিপাড়া সর.প্রা. স্কুল

নানা সঙ্কটে ভেঙে পড়েছে শিক্ষা কার্যক্রম

প্রতিনিধি, কুয়াকাটা

কুয়াকাটার মিশ্রিপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। শিক্ষক সংকট আর শিক্ষকদের গাফেলতির কারণে পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে। আর এর ভোগান্তি পোহাচ্ছে ৩৮৭ জন শিক্ষার্থী। যার ফলে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন অভিভাবকরা। অনিয়মকে নিয়মে পরিণত করেছেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ইউনুচ আলী সোহেল এমনটাই দাবি করছেন স্কুল ম্যানেজিং কমিটি। অপরদিকে শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির জন্য ছবি তুলতে প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট থেকে একশ' টাকা নিয়েছেন ওই শিক্ষক এমন অভিযোগ করেছেন উপস্থিত অভিভাবকরা। সরেজমিনে জানা গেছে, ৬১নং মিশ্রিপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মোট ছয়টি পদ রয়েছে। যার একটি পদ গত কয়েক বছর যাবৎ শুন্য আছে। চলতি বছরের ৩ জানুয়ারি সাবেক প্রধান শিক্ষক বাবু মানিক চন্দ্র লাল অবসরে গেছেন। ফলে প্রধান শিক্ষককের পদটি রয়েছে শূন্য। সহকারী শিক্ষক মো. ইউনুচ আলী সোহেল ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন। সহকারী শিক্ষিকা ফারহানা আক্তার রূপা গত ১লা জানুয়ারি থেকে দেড় বছরের জন্য পটুয়াখালীতে ডিপিএড প্রশিক্ষণে রয়েছেন। বর্তমানে স্কুলটিতে শিক্ষক রয়েছেন তিনজন। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ইউনুচ আলী সোহেল প্রায়ই থাকেন অনুপস্থিত। যার ফলে ৩৮৭ জন ছাত্র/ছাত্রীর ক্লাস নিচ্ছেন সহকারী শিক্ষক বাদল চন্দ্র বিশ্বাস ও মোসা. খাদিজা বেগম। পঞ্চম শ্রেণীর কয়েকজন শিক্ষার্থী জানিয়েছে, শিক্ষক সংকটের কারণে সব ক্লাস হচ্ছে না। এমনকি এক ক্লাসে সকলের খাতা দেখা হচ্ছে না। অন্য প্রশ্নের জবাবে তারা ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের অনুপস্থিত থাকার বিষয়টি স্বীকার করেছে ছাত্র-ছাত্রীরা। স্কুলের পাঠদান ভেঙে পরার বিষয়টি মাথায় নিয়ে ম্যানেজিং কমিটি চলতি বছরের জানুয়ারিতে নিখিল চন্দ্র খরাতি নামে একজন প্যারা (খণ্ডকালীন) শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছে। যার ফলে সহকারী শিক্ষক বাদল চন্দ্র বিশ্বাস ও মোসা. খাদিজা বেগমের ওপর থেকে কিছুটা হলেও বাড়তি চাপ কমেছে। এক প্রশ্নের জবাবে প্যারা শিক্ষক নিখিল চন্দ্র খরাতি জানালেন, জানুয়ারি থেকে যোগদান করে এ পর্যন্ত মাত্র দুই হাজার বেতন নিয়েছেন। তবে তার মাসিক বেতন কত তিনি জানেন না। তাকে আরও টাকা দেয়ার জন্য উপবৃত্তি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। গত ১৫ জুলাই এ প্রতিনিধি সরেজমিনে স্কুলে গিয়ে দেখতে পান অভিভাবকদের ভীর। স্বাক্ষর দিতে টাকা লাগবে কেন জানেন না অভিভাবকরা। শিক্ষকদের নিকট থেকে এমন প্রশ্নের সঠিক জবাব মেলেনি। নিয়োগ দেয়া প্যারা শিক্ষককের বেতন পরিশোধ করার জন্য টাকা আদায় করছেন বললেন সহকারী শিক্ষক বাদল চন্দ্র বিশ্বাস। এদিকে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ইউনুচ আলী সোহেল'র বিরুদ্ধেই যত অনিয়মের অভিযোগ। যিনি প্রায়ই বিনা ছুটিতে স্কুলে অনুপস্থিত থাকতেন। তার কাঁধে অতিরিক্ত দায়িত্ব এখন বোঝা বলেই মনে করছেন স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সহ-সভাপতি বর্তমানে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মো. ফারুক ভূইয়া। তিনি অভিযোগ করে বলেন, 'ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ইউনুচ আলী সোহেল একদিন উপস্থিত হয়ে হাজীরা খাতায় স্বাক্ষর করেন।' অবশ্য সরেজমিনে এর সত্যতা মিলেছে। গত ১৫ জুলাই এ প্রতিনিধি উপস্থিত হয়ে হাজীরা খাতা দেখতে চাইলে সহকারী শিক্ষক বাদল বিশ্বাস স্বাক্ষর করেন। তিনি বলেন, 'গত আমি স্কুলে ছিলাম, কিন্তু খাতায় স্বাক্ষর করতে মনে ছিল না। বিশ্বাস না হলে শিক্ষার্থীদের নিকট জানতে পারেন'। অবশ্য ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে আলাপ করে সত্যতা পাওয়া গেছে। এ ব্যাপারে কলাপাড়া উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আরিফুজ্জামান বলেন, 'স্কুলের শূন্য পদ পূরণের জন্য ইতোমধ্যে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছে। আশা করছি অচিরেই শিক্ষক সংকট দূর হবে।' অন্য এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের ব্যাপারে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেয়া হবে।